

# তাফসির অংশের ছোটো প্রশ্ন

Shahin Islam  
01625-828259

(الف) ما هي الحقيقة حب الله و رسوله؟ بين

অর্থ: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা কী? ব্যাখ্যা  
করো।"

"حب الله ورسوله" আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা) এর বাস্তবতা

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা মানে এমন গভীর অনুভূতি ও আনুগত্য, যা মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস এবং কাজের ওপর প্রভাব ফেলে। এটি শুধু মুখের কথা নয়; বরং অন্তরের স্বচ্ছতা, আমলের দৃঢ়তা, এবং সর্বোচ্চ আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

২. কুরআন ও হাদিসের আলোকে:

কুরআন:

আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন)  
(সূরা আলে ইমরান: ৩১)।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.)-এর অনুসরণই আল্লাহর ভালোবাসার সত্যতা নির্ধারণ করে।

হাদিস:

নবী (সা.) বলেছেন:

"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"

(তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমগ্র মানবজাতির চেয়ে অধিক প্রিয় হই) (সহিহ বুখারি: ১৫)।

এটি প্রমাণ করে, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের মূল স্তম্ভগুলোর একটি।

৩. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার লক্ষণ:

কেউ যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, তাহলে তার জীবনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যাবে—

1. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য – কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা।
2. নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতে আগ্রহী হওয়া।
3. হারাম থেকে দূরে থাকা এবং হালালের প্রতি আগ্রহী হওয়া।
4. রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে ভালোবাসা ও তা অনুসরণ করা।
5. আল্লাহর সন্তুষ্টিতে দুনিয়ার সবকিছুর ওপরে স্থান দেওয়া।

8. উপসংহার:

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা মানে শুধু আবেগ নয়; বরং এটি এমন ভালোবাসা, যা আত্মা, চিন্তা, চরিত্র এবং জীবনযাপনে প্রকাশ পায়। যার হৃদয়ে এই ভালোবাসা থাকবে, সে দুনিয়ায় শান্তি পাবে এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করবে।

সমাপ্ত

## (ب) المراد بنس الاسم الفسوق بعد الايمان؟ بين

আল্লাহ تعالیٰ কুরআনে বলেন: "بُنِسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ" (সূরা হজুরাত: ১১)।

\*\*\*আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে "বিএসাল ইসমু" বলতে বোঝানো হয়েছে, খারাপ নাম বা মন্দ উপাধি খুবই নিন্দনীয়। "আল-ফুসুক" বলতে পাপ বা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে বোঝায়, যা এখানে বিশেষভাবে খারাপ উপাধি দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "বাদের ঈমান" বলতে বোঝানো হয়েছে, ঈমান গ্রহণের পরও যদি কেউ এই ধরনের খারাপ আচরণ করে, তবে তা খুবই নিন্দনীয়।

\*\*\*সংক্ষেপে অর্থ:

এই আয়াতের অর্থ হলো, ঈমান আনার পরও যদি কেউ মন্দ উপাধি বা খারাপ নামে ডাকে, তবে এটি খুবই নিকৃষ্ট কাজ। একজন মুমিনের উচিত সুন্দর ভাষা ও উত্তম চরিত্র বজায় রাখা, অন্যথায় সে আল্লাহর দৃষ্টিতে গুনাহগার হবে।

★★তাকসিরে জালালাইন এর ব্যাখ্যা★★

قوله بُنِسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী নাম খুবই খারাপ ও নিকৃষ্ট।

ভাউকে মন্দ নামে ডাকলে নিজেই গুনাহগার হতে হয়। যাকে মন্দ নামে ডাকল সে মন্দ হোক বা না হোক, তার ক্ষতি হোক বা না হোক, কিন্তু যে উক্ত উপাধি। বা নাম) প্রদান করল সে সমাজে অসভা হিসেবে পরিগণিত হবে। ভেবে দেখ যে, মুমিন-এর উত্তম উপাধি পাওয়ার পর এরূপ নাম কিরূপ অশোভনীয় হবে।

অথবা, এর মর্মার্থ এ যে, যখন একজন লোক ঈমান গ্রহণ করেছে, মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তাকে মুসলমান হওয়ার পূর্বকার বিষয়াদির দ্বারা তিরস্কার করা অথবা তখনকার নিকৃষ্ট উপাধিতে আখ্যায়িত করা অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ইত্যাকার নামে মাখ্যায়িত করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

অথবা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে কিংবা যদি কোনো গুনাহ হতে তওবা করে থাকে তাহলে

তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এর পুনরুদ্ধার করা অনুচিত হবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এর মর্মার্থ এই যে, ঈমান গ্রহণের পর তোমরা পূর্ববর্তী এ সকল অপকর্মের কারণে তাদেরবে হাসিক- ফাজির বলে ডেকো না। এরূপ করা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম কাজ।

'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে সাইয়েদ কুতুল (র.) বলেছেন যে, ঈমান গ্রহণ করার পর কাউকে বিদ্রূপ করা এব "লাগালি করা, মন্দ উপাধিতে সম্বোধন করা নিঃসন্দেহে ফাসিকী কাজ। এটা এমন একটি অপকর্ম যা ঈমান হতে দূরে সরিয়ে নেয়। বারংবার এরূপ আচরণ করা জুলুম। আর জুলুম শিরকের নামান্তর। সুতরাং এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যারা উক্ত আচরণ হতে তওবা করবে না তারা জালিম।